ভোরের কাগজ

তারিখ ... 19 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি

অভিভাবকদের চিন্তা

ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানো আজকাল অভিভাবকদের কাছে একটা বড়ো সমস্যা। কারণ একদিকে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় স্কুলের সংখ্যা কম। অন্যদিকে মানসম্পন্ন স্কুলে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। আর প্রতিটি অভিভাবকই চান সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে। কিন্তু সেগুলোতে সন্তানকে ভর্তি করাতে বাবা-মাকে যে ঝক্কি পোহাতে হয় তা একরকম নির্যাতনের মতো।

ভালো স্কুলে ভর্তি হতে গেলে শুধু ছেলেমেয়েদের মেধাই বড়ো কথা নয় পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান, স্মার্টনেস, উপস্থিত বুদ্ধি ইত্যাদিও দেখা হয়। তাই এই সমস্ত বিষয়ে সন্তানকে উপযুক্ত করে তুলতে রীতিমতো মহড়া দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা শুধু অর্থ ব্যয় করেই খালাস হয়ে যান। সন্তানের যাবতীয় তদারকি এসে পড়ে মায়ের ঘাড়ে। সারাদিন সংসার সামলে পরিশ্রান্ত শরীরে মাকে বসতে হয় সন্তান নিয়ে। বয়সের তুলনায় সামঞ্জস্যহীন পড়াশোনায় দিশাহারা শিশুর মনোনিবেশ করাতে যে কি ঝক্কি পোহাতে হয় তা একমাত্র মা-ই জানেন।

বাবার ব্যস্ততার (ভানও হতে পারে) কারণে ভর্তির যাবতীয় খোঁজখবর মাকেই করতে হয়। ভালো স্কুলের খোঁজ, কোথায় ও কবে ফরম পাওয়া যাবে ইত্যাদি যাবতীয় খোঁজখবর নিয়ে লম্বা কিউ দিয়ে ফরম সংগ্রহ করার মধ্যে যে কোনো আনন্দদায়ক ব্যাপার নেই তা মা-ই ভালো বোঝেন। ভর্তি ফরম যোগাড় করার পরই শুরু হয় অমানুবিক পরিশ্রম। আরামকে হারাম করে সন্তানের পিছনে আঠার মতো লেপটে থাকতে হয়। এতোদিনের পড়াশোনার চূড়ান্ত মহড়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলে মায়ের সংসারের অন্যান্য কাজ থেকে ছুটি নেই। কাজের চাপ বেশি থাকলে অন্য জায়গায় যেখানে 'ওভার টাইম' কাজ করে চাপ কমাতে হয় তেমনি বাচ্চাকে পড়ানোও একটা 'ওভার টাইম' কাজের মতো। কিন্তু 'ওভার টাইম'-এর জন্য অন্যক্ষেত্রে কিছু প্রাপ্তিযোগ থাকলেও এখানে তা নেই। বরং সন্তানের বিফলতার যাবতীয় দায় বর্তায় মায়ের ওপর। বাবার কথা হলো অন্য ছেলেরা পারলে তার ছেলে পারবে না কেন, পয়সা তো তিনি কম খরচ করেন না। কিন্তু ক্রুদ্ধ পিতাকে বোঝানো দায় হয় যে শুধু অর্থ খরচ করলেই এক্ষেত্রে সফলতা আসে না। সব সন্তান সমান মেধাবী নয়। এ সম্পর্কে এক মা যিনি গত বছর ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে তার মেয়েকে ভর্তি করাতে বিফল হয়েছিলেন তিনি বললেন, 'মেয়ের বাবা পানির মতো টাকা খরচ করেছে ঠিকই কিন্তু মেয়ের মাথায় ধরেনি বলে চান্স পায়নি। আর এ জন্য সমস্ত রাগ এসে পড়েছে আমার ওপর। আমি নাকি মেয়ের প্রতি ঠিকমতো নজর দেইনি। কিন্তু মেয়েটা যে আমারও আর ওর ভালো মন্দে যে আমাকেও প্রভাবিত হতে হবে তা বোঝাতে পারি না। এভাবে খারাপ করলে ভবিষ্যতে মেয়েকে শুধু হাঁড়ি ঠেলতে হবে মনে করিয়ে দেন মেয়ের বাবা। কিন্তু হাঁড়ি যাতে না ঠেলতে হয় সেজন্য বাবারও তো কিছু তদারকি করা উচিত সেটা বোঝেন না।'

আরেক মা বললেন, 'সাংসারিক কাজের কোনো পারিশ্রমিক নেই বলেই ছেলের বাবা বুঝবে না কি পরিশ্রমই না করছি ছেলের জন্য। কাক ডাকা ভোরে ওঠে সবার নাশতা তৈরি করে ছেলেকে পড়িয়ে তারপর অফিসে আসি। অফিসে এসেও ফোনে ছেলের পড়াশোনার খোঁজখবর করি। অফিসের নির্ধারিত সাংসারিক কাজ শেষ করে আবার ছেলেকে নিয়ে বসি। এতো পরিশ্রমে মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই। কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য সয়ে নিতে হয় সব। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে ছেলের বাবা রোবটের মতো ছেলেকে পড়াশোনাবিষয়ক মামুলি কয়েকটি প্রশ্ন করে এবং আমাকে আরো ভালো করে যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু আমি ঠিক জানি ছেলে ভর্তি পরীক্ষায় উতরাতে না পারলে সমস্ত দায় চাপবে আমার কাঁধে। এতো পরিশ্রম যে করলাম তার কোনো মূল্যই পাবো না।

সন্তানের পড়াশোনার জন্য প্রাণপাত করার পর সেই সন্তান যখন তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে স্কুলে ভর্তি হতে যায় তখন কিন্তু অভিভাবক হিসেবে মায়ের ডাক পড়ে না। ভর্তির যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পিতাকে অংশগ্রহণ করতে হয়। নামজাদা স্কুলে ভর্তি করিয়ে সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবের কাছে ছেলের সৌভাগ্যবান পিতা হিসেবে নিজেকে জাহির করে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। সেখানে স্ত্রীর অবদানের কথা একবারের জন্যও মনে ঠাঁই দেন না। ভাবটা এমন 'স্কুলে মোটা অঙ্কের ডোনেশন না দিলে পারতে তোমার ছেলেকে কেবল মেধা দিয়ে স্কুলে ভর্তি করাতে?' কিন্তু খ্যাতনামা স্কুলে ডোনেশন একটা ফ্যাক্টর হলেও নিশ্চয়ই তারা কম মেধাসম্পন্ন কোনো ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করবেন না। স্কুলের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। কিন্তু এই ছেলেকে ঘষেমেজে নামকরা স্কুলের উপযুক্ত করে তুলতে মাকে কি না করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সোনালী ব্যাংকে কর্মরত রাশিদা ইসলাম বললেন, 'সন্তান তৈরি করে পৃথিবীতে আনি। তারপর আবার তৈরি করে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য। আর ছেলের বাবা সেই Double made সন্তানকে নিয়ে বীরদর্পে যান স্কুলে ভর্তি করাতে।' আর এটা তর্কের ঊর্ধ্বে যে সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারে মায়ের মনোযোগ বাবার চেয়ে বেশি। বাবা তা স্বীকার করুক আর নাই করুক।

❑ রুমানা হোসেন